দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..2 3 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

শিক্ষা

জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি একটি ভ্রান্ত ধারণা

সাহাবুল হক

> জিপিএ'র ভিত্তিতে যদি উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করা হয়ে থাকে তবে মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে। মেধা বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। মোদ্দা কথা উচ্চশিক্ষা চলে যাবে ধনিক শ্রণীর হাতে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের পথ আরো প্রশস্ত হবে । যা শিক্ষার মূল কনসেপ্ট থেকে যোজন যোজন দূরে।

দেশে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশে ভর্তি পরীক্ষার চিরাচরিত নিয়ম ভেঙ্গে জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তির আলোচনা ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এ আলোচনার পক্ষে-বিপক্ষে অনেকেই যুক্তিও প্রদর্শন করছেন। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এক প্রকার অস্থিরতায় ভুগছেন সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা কয়েক লাখ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা। গত এক যুগ ধরে এ ধরনের উদ্যোগ একাধিকবার আলোচিত হলেও বিভিন্ন কারণে তা সফল হয়নি। এবার নতুন করে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই যদি ভর্তি পরীক্ষা উঠে যায় এবং জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি শুরু হয় তবে এর একটি বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। ভর্তি পরীক্ষা না থাকলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঢাকার বাইরের মফস্বলের শিক্ষার্থীরা। কারণ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায় তার সিংহভাগই পায় খোদ রাজধানী থেকে। এর মধ্যে আবার জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে রাজধানীর নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবরই শীর্ষে । গোল্ডেন জিপিএ-৫ও এখান থেকে বেশী পায়। রাজধানীর নামকরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত পড়ার সুযোগ পায় উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার পাশাপাশি এসব ছেলে-মেয়ের প্রায় প্রত্যেকেরই বাসায় আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা আছে। অনেকে আবার একই সাথে কোচিংও করে। বিত্তবানদের ছেলে-মেয়েরা এভাবেই ভালো ফলাফল করছে। অপরদিকে ঢাকার বাইরের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহলে সহজ হিসাব দাঁড়াচ্ছে জিপিএ'র ভিত্তিতে যদি ভর্তি করা হয় তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তরাই (ঢাকার নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা) মেডিক্যাল, বুয়েটসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ভালো বিভাগগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে। অপরদিকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে মফস্বলের ভর্তিচ্ছুরা। নিরাশ হবে তারা। ভর্তিতে জিপিএ পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র জিপিএ পয়েন্ট পাওয়ার জন্যই পড়াশুনা করবে। তারা অতিরিক্ত মাত্রায় মুখস্থ বিদ্যা, শর্ট সাজেসন্স, প্রাইভেট টিউটর এবং কোচিং নির্ভর হয়ে পড়বে। শিক্ষার্থীদের জানার পরিধি সংকুচিত হয়ে পড়বে। জিপিএ পয়েন্ট বৃদ্ধির বিষয়টি তাদের মাথায় সারাক্ষণ ঘুরপাক খাবে। এতে করে শিক্ষকদের মধ্যেও এক ধরনের মানসিকতা তৈরী হবে যে শুধুমাত্র তাদের কল্যাণেই শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষা উঠে গেলে কিছু শিক্ষার্থী লাভবান হলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিকের জরিপে দেখা গেছে, জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি ৭১ শতাংশ উত্তরদাতা সমর্থন করেন না । ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের কথা যারা বলছেন তাদের স্বপক্ষের যুক্তি হলো ক. বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি করানো হয়ে থাকে। খ. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাবলিক পরীক্ষা নকলমুক্ত হওয়ায় এ পরীক্ষাগুলোর উপর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করা যেতে পারে। গ. কোচিং ব্যাধি দূর হবে। ঘ.দরিদ্র অভিভাবকদের অর্থের অপচয় কম হবে। ঙ. ভুয়া ভর্তি দূর হবে । এ প্রসঙ্গে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আমাদের দেশের কতজন শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যায়? আমার জানা মতে এ সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তা এক শতাংশেরও অনেক কম। আর উচ্চ শিক্ষার জন্য যারা দেশের বাইরে যায় তারা আইইএলটিএস, টোফেল, জিআরই, সাট, কিংবা জিমেট-এর মতো কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই সেখানে যায়। আরেকটি হলো নকলমুক্ত পরীক্ষা। পরীক্ষায় নকল হচ্ছে না ঠিক, কিন্তু শিক্ষার মান কতটুকু বেড়েছে? কোচিং ব্যাধির বিষয়ে কথা উঠেছে। কোচিং কোথায় নেই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কোচিং আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। ভর্তি পরীক্ষা তুলে দিলেই যে কোচিং ব্যাধি দূর হবে - এর নিশ্চয়তা কি আমরা দিতে পারি । যদি কোচিং ব্যাধি আমরা দূর করতে চাই তবে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি বছর আমরা পরীক্ষা কিংবা প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টাতে পারি । নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে পারি। শিক্ষার্থীরা কেন কোচিং সেন্টারে যায়- সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যারা কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধাচরণ করি, সেই কোচিং সেন্টারের কোন কোন মালিককে আমরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের সিনেট সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করছি। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে কোচিং ব্যবসায়ীদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহস এবং উৎসাহই যোগানো হচ্ছে। অর্থ অপচয় প্রসঙ্গে বলবো, অর্থের অপচয় কমানোর জন্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে অহেতুক হয়রানি কিংবা বিড়ম্বনাও দূর হবে। আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে। আর তা হলো ভুয়া ভর্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর দায়িত্ব কার? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের না কোচিং সেন্টারগুলোর? এ ব্যাপারে কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ আছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষকসহ কর্মকর্তা -কর্মচারীদের একটি চক্র জড়িত আছে বলেও আমরা পত্রিকার খবরে পড়েছি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরো সচেতন হতে হবে। সবশেষে বলতে চাই, জিপিএ'র ভিত্তিতে যদি উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করা হয়ে থাকে তবে মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে। মেধা বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। মোদ্দা কথা উচ্চশিক্ষা চলে যাবে ধনিক শ্রণীর হাতে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের পথ আরো প্রশস্ত হবে । যা শিক্ষার মূল কনসেপ্ট থেকে যোজন যোজন দূরে। জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

[লেখক : শিক্ষক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট]